১৫৫
দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... JAN. 3. 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাইভেট টিউশনির জমজমাট ব্যবসা

প্রাইভেট টিউশনিতে ব্যস্ত এক শিক্ষক —জনকণ্ঠ

প্রাইভেট টিউশনি। পেশাটির এখন বেশ কদর বেড়েছে। চলছে জমজমাট ব্যবসা। টিউশনের নামে গড়ে উঠেছে নানা নামের নানা ধরনের কোচিং সেন্টার বা হোম। কলেজ-ভার্সিটিপড়ু য়া ছাত্ররাই আগে এই পেশার সঙ্গে জড়িত ছিল। কিছু শিক্ষক ছাত্রদের প্রাইভেট পড়াতেন। তখন অবশ্য এর রমরমা ব্যবস্থা ছিল না। এখন এই প্রেক্ষিতটি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। শিক্ষকদের অর্থ উপার্জনের অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে টিউশনি। স্কুল

জালাল চৌধুরী

বা কলেজে শিক্ষাদানের জন্য তারা যতটা না মনোযোগী তার চেয়ে বেশি মনোযোগী টিউশনিতে। শিক্ষক সমাজ এতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু কথাগুলো নির্মম সত্য। নির্ভেজাল সত্য। টিউশনির পেশাটি সমাজে পাকাপোক্তভাবে আসন গেড়ে বসায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে। ছাত্রছাত্রীদেরও বাড়ছে টিউশনে নির্ভরতা। চাঁদপুরের বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে– অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায়, বাসা বাড়িতে। বা ভাড়া করা বাসায় এমনকি নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরিতে ছাত্র ছাত্রীদেরকে প্রাইভেট পড়াচ্ছেন। অধিক নম্বর পেয়ে ভাল রেজাল্ট করার গ্যারান্টি নিয়ে বিত্তশালী পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা পরম আনন্দে শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়ছে। অন্যদিকে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা অর্থের অভাবে প্রাইভেট পড়তে পারছে না।

এসব ছাত্রছাত্রীকে শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের ওপর নির্ভর করেই লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হচ্ছে। অথচ এক শ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকার শ্রেণীকক্ষে যথার্থ পাঠদানের অনীহার কারণেই অনেক গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রী হতাশার গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে।

টিউশনিতে ব্যস্ত থাকেন বলে দেখা গেছে এক শ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুল-কলেজের শ্রেণীকক্ষে মনোযোগ সহকারে যথার্থ শিক্ষা দিচ্ছে না। চাকরির খাতায় নাম রাখার তাগিদে তারা স্কুল কলেজগুলোতে হাজিরা দিলেও ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছে না। অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা পরীক্ষাকে সামনে রেখেও পাঠক্রম শেষ করছে না। সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের কোন সাজেশন দিচ্ছে না।

এসব অভিযোগ নিম্নআয়ের সচেতন অভিভাবকদের। অভিভাবকরা জানান, শ্রেণীকক্ষগুলোতে এমন ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অগণিত— যেসব ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষকগণ পুরো বছরে এক দিনও পড়া জিজ্ঞাসা করেনি। হাসপাতালের দুর্নীতিবাজ ডাক্তাররা যেভাবে রোগীদেরকে প্রাইভেট চেম্বারে যেতে বাধ্য করছে, ঠিক তেমনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি অংশও ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করছে। একশ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুল-কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাধিক্য ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে লেখাপড়ার পরিবেশ নেই বলে প্রচার চালিয়ে বিত্তশালী ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। কোন কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের কাছে প্রাইভেট না পড়লে পরীক্ষায় ফেল বা অকৃতকার্য করানো হবে বলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। নিম্নআয়ের পরিবারগুলো ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট পড়াতে যেয়ে সংসারের বাজেট কাটছাঁট করতে বাধ্য হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, একেক জন শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতিদিন সকাল থেকে অধিক রাত পর্যন্ত কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করে পরিচিতি ও সুনামভেদে ১০ থেকে ২০ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রাইভেট পড়াচ্ছেন। গ্রুপে পড়ু য়া প্রতি ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে আদায় করছেন প্রতি মাসে ২শ' থেকে ৫শ' টাকা। এককভাবে বাসায় পড়ু য়া ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অন্তত এক হাজার টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া কোন কোন বিত্তবান অভিভাবক কমপক্ষে দেড় হাজার টাকা থেকে চার হাজার টাকা দিয়ে পর্যন্ত টিউটর রাখছেন। সরকারী স্কুলকলেজের একজন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজ প্রতিষ্ঠানের বেতন ছাড়াও প্রতিমাসে প্রাইভেট পড়িয়ে উপার্জন করছেন ১০ থেকে ৩০ হাজার টাকা। অপরদিকে বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা উপার্জন করছেন ৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী এসব অর্থ উপার্জন আয়করদায়ের যোগ্য বলে স্থানীয় আয়কর অফিস সূত্রে জানা গেছে।

স্কুল-কলেজগুলোর সামগ্রিক শিক্ষার মান দিন দিন নাজুক হয়ে পড়ায় অভিভাবক ও সুধী মহলে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে প্রাইভেট পড়ানোর প্রবণতা রোধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অচলাবস্থা সৃষ্টিসহ জাতীয় মেধা বিকাশে তা বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে শিক্ষানুরাগী সমাজ অভিমত ব্যক্ত করেছে।